যুগান্তর

তারিখ 15 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস প্রেস থেকে

কর্মচারীসহ গ্রেফতার দুই

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকার ইন্দিরা রোডের একটি প্রেসের এক কর্মচারীর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে আসছিল। এ চক্রকে চিহ্নিত করে এ পর্যন্ত ২২ জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। সর্বশেষ বুধবার দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা হলেন— প্রেস কর্মচারী খান বাহাদুর ও জামালপুরের সাইফুল ইসলাম নামে আরেক ব্যক্তি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠায় সিআইডি। শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. খুরশিদ আলম ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বুধবার রাজধানীর ইন্দিরা রোড থেকে প্রেস কর্মচারী খান বাহাদুরকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানান সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের বিশেষ পুলিশ সুপার মোল্লা নজরুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস প্রেস থেকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিআইডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, তাকে (খান বাহাদুর) গ্রেফতারের মধ্যে দিয়ে এ চক্রের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এ চক্রের 'শীর্ষে' থাকা পাবনা জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা রকিবুল হাসান ইসামীও পুলিশ হেফাজতে আছে বলেন জানান তিনি।

পুলিশ কর্মকর্তা নজরুল বলেন, ১১ ?ডিসেম্বর ইসামীকে গ্রেফতার করা হয়। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী বুধবার জামালপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় সাইফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, খান বাহাদুর একটি প্রেসের কর্মচারী যেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ছাপা হতো। খান বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় ছিল সাইফুলের। সাইফুল একদিন ইসামীর কাছে প্রশ্নের বিষয়টি তুললে ইসামী তার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সাইফুলকে বলে প্রশ্ন ছাপানো হলে তা দ্রুত সংগ্রহ করে তাকে দেয়ার জন্য। আর এভাবেই গড়ে ওঠে প্রশ্ন ফাঁসের পুরো চক্রটি। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করে গ্রেফতারদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে বলেও জানান মোল্লা নজরুল ইসলাম।

জানা যায়, ২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেরদিন রাতেই প্রশ্নের ইংরেজি অংশটি ফাঁস হওয়ার খবর আসে গণমাধ্যমে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে সিআইডি জানায়, ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে প্রশ্ন ফাঁস করা হয়েছে। এ বিষয়ে ফেসবুকে ব্যাপক আলোচনার মধ্যে পরীক্ষার আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রানা ও আবদুল্লাহ আল মামুনকে আটক করা হয়। প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা তাদের কাছ থেকে একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করেন, যা দিয়ে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

ওই দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১৩ জনকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তাদের কাছেও বাইরে যোগাযোগ করার বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাওয়া যায়। ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী ওই সময় জানিয়েছিলেন, মাস্টারকার্ডের মতো দেখতে পাতলা ওই ডিভাইসের ভেতরে মোবাইল সিম থাকে। আর পরীক্ষার হলে ব্যবহারের জন্য থাকে অতি ক্ষুদ্র লিসেনিং কিট (শোনার যন্ত্র)। এ ডিভাইসের মাধ্যমে বাইরে থেকে হলের ভেতরে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে উত্তর বলে দেয়া যায়। পরে আটকদের মধ্যে থেকে ১২ শিক্ষার্থীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক মাসের সাজা দেয়া হয়। পরবর্তীতে মহিউদ্দিন রানা ও আবদুল্লাহ আল মামুনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বরের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইশরাক হোসেন রাফি, ফারজাদ সোবাহান নাফি এবং এ চক্রের অন্যতম হোতা আনিন চৌধুরীকে।

সংবাদ সম্মেলনে নজরুল ইসলাম বলেন, এ তিনজনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১৪ নভেম্বর রংপুর থেকে নাভিদ আনজুম তনয় এবং গাজীপুর থেকে এনামুল হক আকাশকে গ্রেফতার করা হয়। এদের কাছ থেকে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে।

তিনি জানান, তনয় এবং আকাশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২১ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় ১১ তরুণকে। এদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি এদের মধ্যে শুধু ডিভাইস সাপ্লাই গ্রুপই নয়, প্রশ্ন ফাঁসের গ্রুপও জড়িত। এরপর ৭-৯ ডিসেম্বরে ঢাকার জিগাতলা থেকে নাজমুল হাসান নাঈম, রাজশাহী মেডিকেল এলাকা থেকে বনি ইসরাইল ও রাজশাহীর বিনোদপুর এলাকা থেকে মারুফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। মোল্লা নজরুল জানান, বনি ইসরায়েল এবং মারুফ হোসেনের কাজ ছিল ভর্তিচ্ছু ছাত্র সংগ্রহ এবং তাদের তথ্য চক্রের নেতা রকিবুল হাসান ইসামীকে সরবরাহ করা।